গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা।

স্মারকনং: ১২.১১.০০০০.০১২.৯৯.০০১.১৬/৫৫(২৮)

তারিখ: ২২/০১/১৯

প্রাপক,
অতিরিক্ত পরিচালক,
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
..... অঞ্চল।

বিষয়: ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ থেকে ফসল রক্ষার্থে করণীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জানুয়ারি মাসের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সারা দেশে ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ বিরাজমান থাকে। এজন্য কোন অবস্থাতেই যেন বোরো বীজতলা, বোরো ধানের ক্ষেত ও আলু ফসল ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ থেকে বোরো বীজতলা, বোরো ধানের ক্ষেত ও আলু ফসল রক্ষার জন্য এতদসংগে এ সংক্রান্ত একটি করণীয় সংযুক্ত করা হল। এ বিষয়ে আপনার অঞ্চলের জেলা ও উপজেলায় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি ঃ এক (১) পাতা

(মোঃ গোলাম মারুফ)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন : ৯১৩১২৯৫
ইমেইল: dppw@dae.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা, ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

ঘন কুয়াশা এবং শৈত্য প্রবাহ থেকে ফসল রক্ষার্থে করণীয়

বোরো ধানঃ

বোরো ধানের চারা ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ হলে মারা যেতে পারে। কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ হলে কুশির বাড়-বাড়ন্ত কমে যায় ও গাছ হলুদ হয়ে যায়। জানুয়ারী মাসের শুরু থেকে ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ শুরু হয়েছে। এ কারণে কোন অবস্থাতেই বোরো বীজতলা বা বোরো ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ হতে বোরো বীজতলা বা বোরো ফসল রক্ষার জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করা হল।

১. শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিনের ছাউনি দিয়ে দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে যাতে বীজতলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রাতে খোলা রাখতে হবে। প্রয়োজনে বীজতলায় বাঁশের অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা যেতে পারে।
২. প্রতিদিন সকালে বীজতলার পানি বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিতে হবে।
৩. সকালে চারার উপর জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিলে চারা ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায় এবং স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে।
৪. বীজতলায় সাধারণভাবে ৩-৫ সে.মি. পানি ধরে রাখতে হবে যাতে করে বীজতলার তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা থেকে কিছুটা বেশি হয় এবং চারার ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৫. শৈত্য প্রবাহ চলাকালীন সময়ে চারা উত্তোলন না করে কয়েকদিন চারা রোপন বন্ধ রাখা ভাল।
৬. কুয়াশা কেটে গেলে বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।
৭. রোপনের জন্য কমপক্ষে ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপনের সময় প্রতি গোছায় ২/৩ টি চারা রোপন করতে হবে।
৮. রোপনের পর কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে জমিতে ৫-৭ সে.মি. পানি রাখতে হবে।
৯. থোড় বা শিষ অবস্থায় নিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করলে ধানের ক্ষেতে ১০-১৫ সে.মি. পানি রাখতে হবে।
১০. বোরো মৌসুমে হাওড় অঞ্চলে স্বল্প জীবনকালের জাত সমূহের ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা-রোপনের মাধ্যমে কাইচথোড় বা থোড় অবস্থায় সংকটময় নিম্ন তাপমাত্রা এড়ানো যায় এবং চিটা সমস্যা মোকাবেলা করা যায়।

আলু ফসল রক্ষায় করণীয়ঃ

তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশায় আলুর নাবি ধ্বসা রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণঃ

১. এ রোগের আক্রমনে প্রথমে পাতা, ডগা ও কান্ডে ছোপ ছোপ বা ভেজা ভেজা বাদামী বা ফ্যাকাসে , গোলাকার বা এলোমেলো দাগ দেখা দেয়।
২. এ দাগ খুব দ্রুত বাড়তে থাকে এবং বাদামী বা কালো রং ধারণ করে।
৩. পরবর্তীতে দাগগুলো পাতার কিনার হতে ভিতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।
৪. ঘন কুয়াশা ও মেঘলা আবহাওয়ায় এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।
৫. অধিক আক্রমনে ২-৩ দিনের মধ্যেই সমস্ত গাছ মরে যেতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনাঃ

১. নাবি ধ্বসা রোগ প্রতিরোধের জন্য ঘন কুয়াশা হলে সকালে আলু গাছের গা থেকে কুয়াশা ঝরিয়ে ফেলতে হবে। এ জন্য ক্ষেতের দু'আইলে দাড়িয়ে দু'পাশ থেকে দড়ি টেনে বা পাটকাঠি দিয়ে অথবা খেজুর গাছের ডাল দিয়ে কুয়াশা ঝরিয়ে ফেলতে হবে।

২. এছাড়া প্রত্যহ সকালে টিউবওয়েলের পরিস্কার পানি আলু গাছে স্প্রে করেও কুয়াশা ঝরিয়ে ফেলা যায়। কুয়াশা ঝরিয়ে ফেলা সম্ভব হলে এ রোগের হাত থেকে ক্ষেত রক্ষা পাবে।

৩. আলুর নাবি ধ্বসা রোগ হলে জমিতে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

৪. প্রাথমিক ভাবে আক্রমণ দেখামাত্র আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলেতে হবে এবং মাটিতে পুতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৫. আলু বীজ রোপনের আগে বীজ শোধন করে রোপন করা হলে এ রোগের আক্রমণ থেকে ক্ষেত রক্ষা করা যায়। বীজ শোধন করতে প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন পাউডার প্রয়োজন মাফিক ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে তাতে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৬. আলু ক্ষেতে নাবি ধ্বসা রোগের আক্রমন হলে প্রতি লিটার পানিতে সেলফি ৩৬ ডব্লিউপি, মাইক্রো ৭২ ডব্লিউপি, রিডোমিল গোল্ড, কোরাল ৩৬ ডব্লিউপি, সানোক্সানিল ৭২ ডব্লিউপি, অরিয়ন ৭২, এক্রোবেট এম জেড সিকিউর, সানডোমিল ৭২ ডব্লিউপি, নিউবেন ৭২ ডব্লিউপি, ইজিমক্স ৭২ ডব্লিউপি ২ গ্রাম, এন্টিব্রাইচ ৭২ ডব্লিউপি ৩ গ্রাম। আক্রমন খুব বেশি হলে ৭ দিন পর পর সিকিউর ২ গ্রাম + মেলোডি ৪ গ্রাম হারে, সানোক্সানিল ৭২ ডব্লিউপি ৩ গ্রাম + সাইন ২ গ্রাম, জে ২ গ্রাম + রিডোমিল গোল্ড ৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।